জবান সংযত রাখুন

আল্লামা জাস্টিস মুফতি তাকি উসমানী দা. বা.

জবান সংযত রাখুন

মূল : আল্লামা জাস্টিস মুফতি তাকি উসমানী দা. বা.

অনুবাদ : মুফতি আদনান সিদ্দীক
মুহাদ্দিস, ঢালকানগর মাদরাসা।

সম্পাদনা : মুফতি মাহমুদুল হাসান
ফাযেলে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

মাকতাবাতুল আরাফ
১১/১, ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
দ্বিতীয় তলা, দোকান-৫।
মোবাইল : ০১৮৬৮ ২০ ১৭ ১২

সূচিপত্র

জবানের হেফাজত করুন ১০

জবানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি..... ১১
জবান প্রভুর অপার অনুগ্রহ..... ১১
যদি জবান বন্ধ হয়ে যায়। ১২
জবান আল্লাহ তায়ালার আমানত ১২
জবানের সঠিক ব্যবহার ১৩
জিকির করে জবানকে সজীব রাখুন..... ১৪
জবানের মাধ্যমে দ্বীন শেখানো ১৪
সান্ত্বনা দেয়া..... ১৫
জবান জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ১৫
আগে পরিমাপ করুন পরে বলুন ১৬
হযরত মিয়া সাহেব রহ..... ১৬
আমাদের উপমা ১৭
জবান যেভাবে কন্ট্রোল করব ১৮
মুখকে তালাবদ্ধ করুন..... ১৮
গল্প গুজবে জবানকে ব্যস্ত রাখবেন না। ১৯
মহিলাদের জবানের ব্যবহার ১৯
জান্নাতের গ্যারান্টি ২০
নাজাতের জন্য তিনটি আমল..... ২১
গোনাহের উপর কান্না করা..... ২১
হে জবান আল্লাহকে ভয় কর ২২
কেয়ামতের দিন অঙ্গ কথা বলবে..... ২৩

মিথ্যা ও তার প্রচলিত স্বরূপ ২৪

মুনাফিকের আলামাত তিনটি ২৪
ইসলাম পরিব্যাপ্ত ধর্ম..... ২৪
জাহিলী যুগে মিথ্যা..... ২৫
মিথ্যা বলতে না পারা..... ২৬
জাল মেডিকেল সার্টিফিকেট ২৭

দ্বীন কি শুধু নামায রোযার নাম.....২৭
মিথ্যা সুপারিশ.....২৮
বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলবেন না.....২৯
মজার ছলেও মিথ্যা বলবেন না.....২৯
নবীজীর মযাক.....৩০
একটি ব্যতিক্রমধর্মী মযাক.....৩০
মিথ্যা চারিত্রিক সার্টিফিকেট.....৩১
চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার দু'পদ্ধতি ৩১
সার্টিফিকেট এক ধরনের সাক্ষ্য.....৩২
মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকের ন্যায় ৩৩
সার্টিফিকেট প্রদানকারী গুনাহগার হবে.....৩৪
আদালতে মিথ্যা.....৩৪
কোনো মাদরাসার ব্যাপারে সত্যায়ন একটা সাক্ষ্য.....৩৪
গ্রন্থের শুরুতে প্রশংসাবাণী দেয়া সাক্ষ্য.....৩৫
মিথ্যা থেকে বাঁচুন.....৩৬
যেখানে মিথ্যা বলার সুযোগ আছে.....৩৬
আবু বকর রা. এর মিথ্যা পরিহার.....৩৬
গাঙ্গুহী র.-এর মিথ্যা পরিহার.....৩৭
নানুতবী র.-এর মিথ্যা পরিহার..... ৩৮
বাচ্চাদের অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা.....৩৯
মিথ্যা কাজেও হয়ে থাকে ৪০
নিজের নামের সাথে সাইয়েদ লেখা।.....৪০
প্রফেসর এবং মাওলানা লেখা ৪১

গীবত একটি ভয়াবহ গুনাহ ৪২

গীবতের সংজ্ঞা ৪২
গীবত গুনাহে কবীরা.....৪৪
নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত চেহারা ৪৪
গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক ৪৫
পরচর্চাকারী জান্নাতে যাওয়ার সময় শক্ত বাধার শিকার হবে ...৪৫
গীবত নিকৃষ্টতম সুদ ৪৬
মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া.....৪৬
গীবত করার কারণে ভয়াবহ স্বপ্ন.....৪৭

হারাম খাওয়ার অন্ধকার.....৪৮
যেখানে গীবতের সুযোগ আছে.....৪৯
অন্যের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য গীবত করা.....৪৯
কারো প্রাণ রক্ষা করা.....৫০
প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত.....৫০
পাপাচারীর গীবত জায়েয নেই.....৫১
জালেমের জুলুমের কথা আলোচনা করা গীবত নয়.....৫১
গীবত থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ় মনোবল.....৫৩
গীবত থেকে বাঁচার চিকিৎসা.....৫৩
গীবতের কাফফারা.....৫৪
হক নষ্ট করলে করণীয়.....৫৪
ক্ষমা করার ফায়েদা.....৫৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমা চাওয়া.....৫৬
একটি অনবদ্য মূলনীতি.....৫৭
গীবত থেকে বাঁচার সহজ রাস্তা.....৫৭
নিজের গুনাহের দিকে লক্ষ করুন.....৫৮
কথার গতি পাল্টে দিন.....৫৯
"গীবত" সমস্ত অন্যায়ের শিকড়.....৫৯
ইশারার মাধ্যমে গীবত.....৬০
গীবত থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন.....৬১
চোগলখুরী গীবতের চেয়ে জঘন্য.....৬২
পেশাবের ফোঁটা থেকে বাঁচুন.....৬৩
চোগলখুরী থেকে বাঁচুন.....৬৪
গোপন তথ্য ফাঁস করা চোগলখুরী.....৬৪
জবানের দুটি ভয়াবহ গুনাহ.....৬৫

বাহাস ও বিতর্ক পরিহার করুন মিথ্যা বর্জন করুন ৬৬

মুনাজারা.....৬৯
জনাব মওদুদী সাহেবের সাথে বিতর্কের একটি ঘটনা.....৭১

জবানের হেফাজত করুন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থাৎ, "আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার রয়েছে আল্লাহর এবং কেয়ামত দিবসের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ.

অর্থাৎ, "আবু হুরায়রা রা.- হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনলাম, তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কথা বলার সময় কোন পরোয়া করে না বড্ড হালকা মনে করে আওড়াতে থাকে, কিন্তু এর কারণে সে জাহান্নামের গভীর গর্তে পতিত হয়। যার পরিধি পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত বিস্তৃত।"[২]

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَإِنَّ

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক।

الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ, "আবু হুরায়রা রা. বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কখনো কখনো মানুষ অজ্ঞাতসারে মনের অজান্তে এমন জঘন্য কথা বলে যার মাধ্যমে সে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে নেয়। আবার কখনো কখনো মনের অজান্তে একেবারে সাধারণ গণ্য করে এমন ভালো কথা বলে, যার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে দেন।"[১]

জবানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

এ তিনটি হাদিসের দ্বারা প্রতীয়মান হয়– প্রতিটি মানুষের কর্তব্য জবানের গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। একে ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা করা। আমি বরাবরই বলে আসছি-বর্তমানে আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আর গুনাহের মধ্যে অন্যতম হলো জবানের গুনাহ। দেখা যায় মানুষ বেখেয়ালে নিজের অজান্তেই এমন কথা বলে ফেলে যা জঘন্য ও কুৎসিত পাপ হয়ে দাঁড়ায়, তাই নবীজী বলেন, হয়ত ভালো কথা বলো নয়ত চুপ থাক। কিন্তু চিন্তাহীন বকবক করো না।

জবান প্রভুর অপার অনুগ্রহ

একটু ফিকির করলেই আমরা অনুধাবন করতে পারব জবান আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। কী অনন্য অসাধারণ অনুগ্রহ। কতটা মহা কুদরতের কারিশমা দীপ্ত এটি। তিনি আমাদের বলার এমন এক যন্ত্র দিয়েছেন, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রক্রিয়াশীল। এত বেশি কার্যকর যে ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়। মনের মাধুরি মিশিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এ

---

১. মুওয়াত্তা মালেক : হা : ২০৭৩।

বিশাল নেয়ামত অর্জনের জন্য মানুষকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি, দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। খরচ করতে হয়নি একটি পয়সাও, তাই এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। যত্ন নেই, এ নিয়ে ভাবার সময় নেই। যে নেয়ামত কষ্ট সাধনা শ্রম ও ঘাম ব্যাতিত অর্জিত হয়, তা নিয়ে আমরা অবহেলা করি। হেলায় দুপায়ে ঠেলতে থাকি। জবান যেহেতু আমাদের কোনো কষ্ট ছাড়া অর্জন হয়েছে, তাই এর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যাদের জবান নেই, যারা মুখ ফুটিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না, অন্তরে ভাবের উন্মেষ হয়, বলার অনিঃশেষ আগ্রহ তৈরি হয় কিন্তু মুখ খুলতে পারে না, তারাই এর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে।

যদি জবান বন্ধ হয়ে যায়।

চিন্তা করি আমাদের জবান যদি বন্ধ হয়ে যায়, কথা ব্যক্ত করতে যেয়ে যদি আমরা ব্যর্থ হই, কী উপায় হবে তখন? কী নিদারুণ আকালের শিকার হতে হবে? আমার এক শুভার্থীর কিছুদিন আগে অপারেশন হয়, তিনি জানান– অপারেশন শেষ হওয়ার পর কিছু সময় পূর্ণ দেহ নিস্তেজ হয়ে যায়। হুঁশ-জ্ঞান ঠিকই আছে কিন্তু শরীর নাড়ানোর কোনো উপায় নেই। বড় বিপত্তি ঘটে যখন কথা বলার শক্তিটুকুও নাই হয়ে যায়। এদিকে তার কঠিন পিপাসা পায় কিন্তু কাউকে যে এক গ্লাস পানি দেয়ার জন্য বলবে– জবানের সে শক্তিটুকুও শেষ হয়ে গেছে। আশে পাশে সবাই আছে কিন্তু কাউকে বলতে বা বুঝাতে পারছিলো না যে, পিপাসায় তার নাভিশ্বাস অবস্থা। এভাবে আধা ঘন্টা চলে যাওয়ার পর তার কথা বলার শক্তি আসে। তিনি বলেন, সে আধা ঘন্টা আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক সময় ছিল। জীবনে এমন কঠিন বিড়ম্বনাময় মুহূর্তের মুখোমুখি আমি হইনি।

জবান আল্লাহ তায়ালার আমানত

আল্লাহ তায়ালা জবান এবং মস্তিষ্কের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে করে মস্তিষ্কে কোনো কথা আসার সাথে সাথে তা আমরা মুখে উচ্চারণ করতে পারি। যদি জবানের সাহায্যে কথা বলার বিষয়টিকে মানুষের শক্তির কাছে সমর্পণ করা হত, তাহলে এর জন্য